বিএনপি কেন শেল্টার দেয় টোকাই সাগরদের

সন্ত্রাস নির্মূল হয়ত সম্ভব নয়, তবে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। এরজন্যে প্রয়োজন রাজনৈতিক দলগুলোর আন্তরিকতা। প্রয়োজন নিজের দলের সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আগে ব্যবস্থা নেয়া। টোকাই সাগরদের শেল্টার দিয়ে জুয়েলদের ধরা যাবে না, সুইডেন আসলাম বা দিপু চৌধুরীদের আটকে রাখা যাবে না। বিষয়টি বিএনপি নেতৃবৃন্দের মনে রাখতে হবে, বুঝতে হবে। নিজের দলের সন্ত্রাসীদের শেল্টার দিয়ে সন্ত্রাস নির্মূলের কথা বললে, জেহাদের কথা বললে, ক্রুসেডের কথা বললে– মানুষ হাসবে... সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ও প্রতিবেদন লিখেছেন **গোলাম মোর্তোজা ও স্বপন রহমান**

কোন ফ্লাইটে স্বর্ণের চালান আসবে জানা ছিল না। জানা ছিল না স্বর্ণের পরিমাণ কত সেটাও। কাদের কাছে স্বর্ণ থাকবে সেই ধারণাও ছিল না। শুধু জানা ছিল ভোর ৫টা থেকে ৬ টার মধ্যে এয়ারপোর্ট থেকে একটি স্বর্ণের চালান বের হবে। লাল রঙের একটি প্রাইভেট কার অথবা সাদা রঙের একটি মাইক্রোবাসে বের করা হবে স্বর্ণ। স্বর্ণের পরিমাণ প্রায় পৌনে তিন কেজি। যা দু'দিন আগে দুবাই থেকে এসে পৌঁছেছে ঢাকা এয়ারপোর্টে। এয়ারপোর্টের ভেতরের লেনদেন সম্পন্ন না হওয়ায় এবং বাইরের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে না থাকায় স্বর্ণের চালার বের হতে দেরি হচ্ছে। এয়ারপোর্টের কর্মকর্তাদের সঙ্গে লেনদেন নিয়ে সমস্যা হওয়ায় খবর চলে এসেছে বসের কাছে। বস একটি সাদা মাইক্রোবাসে তার বিশ্বস্ত পাঁচজন ক্যাডারকে পাঠিয়েছে এয়ারপোর্টে। পার্কিং এরিয়ার কাছাকাছি তারা অবস্থান নিল। ভোর পৌনে ছয়টার দিকে দ্রুতগতিতে এয়ারপোর্টের ওপর থেকে তারা নেমে আসতে দেখলো একটি সাদা মাইক্রোবাস। বের হওয়ার পথে মাইক্রোবাস, গাড়ির একটি পরিকল্পিত জটলা। থামতে বাধ্য হলো মাইক্রোবাস। চাদরের নিচ থেকে দু'জন কাটা রাইফেল বের করলো। অন্য দু'জন ততক্ষণে পিস্তল বের করে ফেলেছে। ড্রাইভারসহ মাইক্রোবাসের তিন আরোহী দৌড়ে পালালো। বলা যায় তাদের পালানোর পথ করে দেয়া হলো। স্বর্ণ ভর্তি ব্রিফকেস দু'টি পড়ে রইলো মাইক্রোবাসেই। নিজেদের মাইক্রোবাস রেখে তারা এই মাইক্রোবাসে উঠে চলে গেল নিরাপদ আস্তানায়। দুবাই থেকে চোরাচালান হয়ে আসা স্বর্ণ চোখের নিমিষে লুট হয়ে গেল।

পাঁচ জনের মধ্যে পৌনে তিন কেজি স্বর্ণের দুই কেজি মেরে দিল একজন। চারজনে ভাগ করে নিয়েছিল পৌনে এক কেজি স্বর্ণ। দুই কেজি স্বর্ণ যে মেরে দিয়েছিল এটাই ছিল তার প্রথম অপারেশন। প্রথম অপারেশন থেকেই তার কোটিপতি পথে যাত্রা শুরু। যে বসের নির্দেশে তারা অপারেশনে যায় সেই বসকে কোনো ভাগই দেয়া হয়নি। এয়ারপোর্ট এলাকার স্বর্ণ চোরাচালানের এই বস এখন আমেরিকায় প্রবাস জীবনযাপন করছেন।

এটা হলো এয়ারপোর্ট এলাকার চোরাচালানের স্বর্ণ লুটের ছোট একটি ঘটনা। এয়ারপোর্টের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়, বিমান পথে প্রতিমাসে কমপক্ষে ১০ থেকে ১২টি স্বর্ণের চালান আসে। বছরে তিন চারটি চালান কর্তৃপক্ষের হাতে ধরা পড়ে। এয়ারপোর্টের বাথরুম পরিষ্কার করা পিয়ন থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত এর থেকে সরাসরি সুবিধা পায়। চোরাচালানিদের থেকে সুবিধা নিয়েও আবার কেউ কেউ এয়ারপোর্ট এলাকা নিয়ন্ত্রিত সন্ত্রাসীদের সংবাদ জানিয়ে দেয়। চোরাচালানের স্বর্ণ চলে যায় সন্ত্রাসীদের হাতে। এ কারণেই ঢাকার আন্ডারওয়ার্ল্ডের সন্ত্রাসীদের নজর এয়ারপোর্টের দিকে। যে কোনো সন্ত্রাসী গ্রুপের প্রধান টার্গেট বিমানবন্দর এলাকায় দখল প্রতিষ্ঠা করা।

এখন নগরীর সবচেয়ে আলোচিত সন্ত্রাসী বাহিনী সেভেন স্টার গ্রুপ। আর এই সেভেন স্টার গ্রুপের নেতা ত্রিমতি সুব্রত বাইন ওরফে শুভ্র

গত আট দশ বছরে বিমানবন্দর দখল এবং চোরাচালানের স্বর্ণ লুটের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছে টোকাই সাগরের নাম। বলা হয় চোরাচালানের স্বর্ণ লুট করেই কোটিপতি হয়েছে টোকাই সাগর। গড়ে তুলেছে শক্তিশালী সন্ত্রাসী বাহিনী। একদা হীন দরিদ্র সাগর এখন ঢাকা শহরে একাধিক বাড়ি গাড়ি এবং ফ্ল্যাটের মালিক। এই আলোচিত টোকাই সাগরের বিরুদ্ধে স্বর্ণ চোরাচালান ও হত্যা সহ ১১টি মামলা রয়েছে। ২০০১ সালের ৩ এপ্রিল সে দুবাই থেকে ফেরার পথে গ্রেপ্তার হয়েছিল এসবি'র হাতে, বিমানবন্দরে।

একে একে ১১টি মামলা থেকে জামিন পেয়ে সম্প্রতি জেল থেকে বেরিয়ে এসেছে টোকাই সাগর। সাপ্তাহিক ২০০০-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলে, সে ঢাকা মহানগর বিএনপি'র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। আলোচিত সন্ত্রাসী হিসেবে পরিচিত টোকাই সাগর এখন ক্ষমতাসীন বিএনপি'র নেতা। জনমনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে ক্ষমতায় আসা বিএনপি টোকাই সাগরদের দিয়ে কীভাবে সন্ত্রাস নির্মূল করবে? জানা যায় বিএনপি সরকারের হাইকমান্ডের কাছের কমপক্ষে তিনজনের সঙ্গে রয়েছে তার সখ্যতা। বিপুল অর্থই তাকে এই সখ্যতা তৈরিতে সহায়তা করেছে। টোকাই সাগর এখন তার অতীতকে মুছে ফিরে আসতে চাইছেন স্বাভাবিক জীবনে। স্বাভাবিকভাবেই পাঠকের জানতে ইচ্ছে করবে কে এই টোকাই সাগর?

টোকাই সাগরের উত্থান কাহিনী রীতিমতো বিস্ময়কর। অকল্পনীয় বললেও হয়তো পুরোটা বলা হয় না।

'আমার নাম আমিন রসুল সাগর, টোকাই সাগর নয়। পরিকল্পিতভাবে আমাকে ধ্বংস কর দেয়ার জন্যে আওরঙ্গ-লিয়াকতরা আমার নামের আগে 'টোকাই' যোগ করেছে।' নয়াপল্টনের বিএনপি অফিসের তিন তলায় একটি রুমে বসে ২০০০কে সাক্ষাৎকার দেয়ার সময় একথা বলল সে। নিজেকে সে টোকাই সাগর হিসেবে পরিচিতি দিতে নারাজ। জানা যায় সন্দ্বীপে বেড়ে ওঠা সাগরের শৈশব কেটেছে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে। পুলিশের তথ্য অনুযায়ী তার বাবা সাগরে মাছ ধরে জীবনযাপন করতেন। সাগরের মতে তার বাবা জাহাজের চাকরি করতেন। জানা যায় সন্দ্বীপে সাগরের পরিচিতি ছিল 'বাবু' নামে। সেই দরিদ্র কিশোর বাবু আজ কোটিপতি টোকাই সাগর, নিজের মতে আমিন রসুল সাগর।

টোকাই সাগর সম্প্রতি জামিন নিয়ে মুক্তি পাওয়ার পরই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী সাঙ্গপাঙ্গসহ তাকে গ্রেপ্তারের কথা বলেছেন। কিন্তু সাগর গ্রেপ্তার হয়নি। সে অবস্থান করছে প্রকাশ্যে, বিএনপি অফিসে।

এক সময় বিমানবন্দর এলাকা নিয়ন্ত্রণ করতো ঢাকার আন্ডারওয়ার্ল্ডের আরেক গডফাদার বি সেলিম ওরফে বাস্টার্ড সেলিম। এরপর বিমানবন্দর এলাকায় চলে আসে টোকাই সাগর। এরশাদ সরকারের সময়ে কারাগারে তার সঙ্গে পরিচয় হয় মুরগি মিলনের। তারপর আস্তে আস্তে নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা টোকাই সাগর। বাস্টার্ড সেলিম এক সময় দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। দেখা যায় বিএনপি-আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীরা মিলিতভাবেও দখলে রাখে বিমানবন্দর। লুট করে চোরাচালানের স্বর্ণ। যুবলীগ সন্ত্রাসী মুরগি মিলন নিহত হওয়ার কিছুদিন আগে পর্যন্ত টোকাই সাগরদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক ছিল বলে জানা যায়। তারা মিলিতভাবেই এয়ারপোর্ট এলাকা নিয়ন্ত্রণ করতো। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর মুরগি মিলন বিমানবন্দর এলাকা থেকে টোকাই সাগরকে বিতাড়িত করার উদ্যোগ নেয়। দেখা দেয় বিরোধ। টোকাই সাগর তখন আলোচিত সেভেন স্টার সন্ত্রাসী গ্রুপের মূল পেট্রোনাইজার। সে নিয়ন্ত্রণ করছে সেভেন স্টার বাহিনী। একে একে মুরগি মিলন বিমানবন্দর থেকে সেভেন স্টার বাহিনীকে বিতাড়িত করতে থাকে। নির্দেশ আসে সেভেন স্টার গ্রুপের প্রধান সেনাপতি ত্রিমতি সুব্রত বাইন শুভ্র'র কাছে। অল্প সময়েই কার্যকর হয় নির্দেশ। আদালত প্রাঙ্গণে প্রকাশ্য দিবালোকে খুন হয় মুরগি মিলন। টোকাই সাগর এই হত্যা মামলার অন্যতম আসামি।

সর্বশেষ গ্রেপ্তার হওয়ার পর গোয়েন্দা পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে সাগর কিছু বিষয় স্বীকার করে। তবে মুরগি মিলন হত্যা বিষয়ে তার সম্পৃক্ততার কথা সে অস্বীকার করে। তার এই বিশাল অর্থ সম্পত্তির উৎস সম্পর্কে সাগর গোয়েন্দা পুলিশকে জানায়, 'প্রথম জীবনে সবাই কিছু ভেজাল করে, আমিও করেছি।'

গোয়েন্দা পুলিশের একটি সূত্র জানায় টোকাই সাগর জিজ্ঞাসাবাদে অনেক কিছুই স্বীকার করেছিল। স্বর্ণ চোরাচালান বিষয়ক জিজ্ঞাসাবাদের জবাবে সে পুলিশের কাছে স্বীকার করে, 'স্বর্ণ চোরাচালান করে যারা দেশের সর্বনাশ করতো আমি তাদের মাল লুট করে বড়লোক হয়েছি। এতে আমার দোষটা কোথায়? আমি তো দেশের ক্ষতি করিনি, জনগণের ক্ষতি করিনি, যারা দেশের ক্ষতি করেছে আমি তাদের স্বর্ণ লুট করেছি।'

চোরাচালানের স্বর্ণ লুট করে বড়লোক হওয়া টোকাই সাগরের সম্পদ রয়েছে দেশে, বিদেশেও। আমেরিকার নিউইয়র্কের অদূরে লং আইল্যান্ড শহরে সে একটি বাড়ি কিনেছে। জানা যায় বাড়িটি কেনার জন্যে একাকালীন ডাউন পেমেন্ট করতে হয়েছে ৫০ হাজার ডলার। ঢাকায় কিনেছে দু'টি ফ্ল্যাট। একটি গুলশান ২ নম্বরের ইস্টার্ন হাউজিংয়ের ১০৩ নম্বর এবং অন্যটি গুলশান ১ নম্বরে শাইনপুকুর মেলোডির তৃতীয় তলায়। দু'টি ফ্ল্যাটই বিলাসবহুল। আশকোনায় রয়েছে তার ৪ তলা বাড়ি। এ ছাড়া নিকুঞ্জে সাড়ে তিন কাঠার একটি প্লটও আছে টোকাই সাগরের। ল্যান্ডক্রুজার-উইনডম লেক্সাস গাড়ি সহ দু'তিনটি দামী গাড়ি ব্যবহার করে সে।

যদিও ২০০০-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে সে বলেছে ঢাকায় তার একটি বাড়ি এবং দুটি ফ্ল্যাট ছাড়া আর কোনো সম্পত্তি নেই। দেশের বাইরে বাড়ি কেনার কথাও সে অস্বীকার করে।

টোকাই সাগরের দাবি অনুযায়ী সে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছিলো। পাস করতে পারেনি। তারপর আর লেখাপড়া হয়নি। কিন্তু তার সম্পর্কে পুলিশ যে তথ্য সংগ্রহ করেছে তাতে দেখা যায় সে কোনোদিন স্কুলে যায়নি। সাধারণভাবে ধারণা করা হয় ছাত্ররাই ছাত্রদল করবে। কিন্তু ছাত্র না হয়েও টোকাই সাগর ছাত্রদলের রাজনীতি করেছে দীর্ঘদিন। এক

সময় যোগ দিয়েছে যুবদলে। এখন বিএনপি'র ঢাকা মহানগরের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। টোকাই সাগরের দুই সন্তান। এক ছেলে এক মেয়ে। একজন পড়ে বিআইটিতে অন্যজন আইআইটিতে। এক সময়ের নিঃস্ব সাগর নিজে লেখা পড়া করতে না পারলেও এখন ছেলে-মেয়ের পড়ার পেছনেই খরচ করে মাসে প্রায় ৫০ হাজার টাকা।

আমাদের গোয়েন্দা পুলিশ টোকাই সাগর সম্পর্কে যে পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করেছে, ঢাকার খুব কম সন্ত্রাসী সম্পর্কে এসব তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পুলিশের কোনো কোনো কর্মকর্তার সঙ্গে সব সময়ই সাগরের ভালো সম্পর্ক ছিল। এই পুলিশ কর্মকর্তাদের অর্থ দিয়ে সহায়তা করতো সাগর। কখনো কখনো কোনো কোনো পুলিশ কর্মকর্তা পরিচয় প্রকাশ করে দেয়ার হুমকি দিয়েও সাগরের কাছ থেকে অর্থ নিত। একারণেই টোকাই সাগর সব সময়ই থেকে গেছে ধরা ছোঁয়ার বাইরে। গ্রেপ্তার হলেও বেশিদিন তাকে আটকে রাখা যায়নি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য গোপন রাখতে পারেনি তার পরিচয়। পুলিশ জানিয়ে দিয়েছে তার পরিচয়।

নগরীর আলোচিত সন্ত্রাসীদের মধ্যে একমাত্র কালা জাহাঙ্গীরেরই রেকর্ড রয়েছে পুলিশের হাতে ধরা না পড়ার। অত্যন্ত ভদ্র ঘরের সন্তান। ঠান্ডা মাথায় মানুষ খুন করতে তার জুড়ি নেই

পুলিশ ফাইলের রিপোর্ট অনুযায়ী টোকাই সাগরের বাড়ি সন্দ্বীপের বাউলিয়া গ্রামে। তার বাবা সমুদ্রে মাছ ধরে সংসার চালাত। টোকাই সাগরের আসল নাম ছিল আমির হোসেন বাবু। কিশোরকালেই সাগর সন্দ্বীপ ছেড়ে চট্টগ্রামে চলে আসে। কর্ণফুলি মার্কেট এলাকার কিছু মাস্তানের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। '৮৬ সালে কর্ণফুলি মার্কেট এলাকায় পকেট মারা ঘটনাকে কেন্দ্র করে গুলিতে একজন নিহত হয়। মামলা হয় সাগরসহ কয়েকজনের নামে। এই মামলার আসামি ধরতে গিয়ে একজন দারোগা ছুরিকাহত হয়। এই ঘটনার পর সাগর চলে আসে ঢাকায়। ঢাকায় এসে সন্দ্বীপের আমির হোসেন বাবু নিজের নাম রাখে সাগর। অবস্থান নেয় মিরপুর আগারগাঁও বস্তি এলাকায়। জুটে যায় স্বগোত্রীয় কিছু সাগরেদ। বিয়ে করে আগারগাঁও কৃষি ইনস্টিটিউটের কর্মচারীর মেয়ে মাহবুবা রসুল লিপিকে। বিয়ের পর নিজের নাম রাখে আমিন রসুল সাগর। এক পর্যায়ে তার পরিচয় হয় ঢাকার ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী জরিপ, বিকাশ, কালা মন্টু, হাসমত, রাসু, ফ্রিডম সোহেল প্রমুখের সঙ্গে। এদের মাধ্যমেই সে চলে আসে জহুরুল হক হলে। ক্যান্টিন বয়ের কাজের পাশাপাশি সে ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের অস্ত্র বহন করতো বলে জানা যায়। যদিও ২০০০-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে সাগর বলেছে সে জীবনে কোনোদিন জহুরুল হক হলে যায়নি।

জহুরুল হক হল থেকে সাগর চলে আসে তেজগাঁ পালিটেকনিকে। কালা মন্টু ও বাদশার শেল্টারে সে অবস্থান নেয় পলিটেকনিকে। তেজগাঁও এলাকায় মাস্তানি, চাঁদাবাজি এবং ছিনতাই-এর অভিযোগ আছে তার বিরুদ্ধে। এরপর সাগর চলে আসে মগবাজার টিএন্ডটি কলোনি এলাকায়।

পুলিশের রিপোর্টে দেখা যায়, ১৯৮৯ সালের ৮ সেপ্টেম্বর গাড়ি ডাকাতি করে ধরা পড়ে সাগর। সেই সময়ের ডিবি'র ফজলুল করিম তাকে গ্রেপ্তার করে। ১০ সেপ্টেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকসহ প্রায় সব পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় আন্তঃজেলা ডাকাত দলের সর্দার সাগরসহ সাতজনের গ্রেপ্তারের সংবাদ ছাপা হয়। সন্ত্রাসী ফরেন কামালও সেই সময় গ্রেপ্তার হয়েছিল। ফরেন কামাল পরবর্তীতে খুন হয়েছে। ইত্তেফাকের এই ছবি এবং সংবাদ এখনো ডিবি'র কাছে আছে।

'আমার ৩ কোটি টাকার সম্পদ আছে'

আমিন রসুল সাগর ওরফে টোকাই সাগর

পত্রিকার পাতায় অনেকখানি অংশ জুড়ে মাঝেমধ্যে আলোচনায় আসে টোকাই সাগর। কখনোই জানা যায় না তার কথা। এ উদ্দেশ্যে জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর আমরা যোগাযোগ করার চেষ্টা করছিলাম। ৩১ অক্টোবর মোবাইলে কথা হলো তার সঙ্গে। রাজি হলো সাপ্তাহিক ২০০০কে সাক্ষাৎকার দিতে। পরের দিন ১ নবেম্বর দুপুর আড়াইটায় মোবাইলে কথা বলে স্থান নির্ধারণ করা হবে সাক্ষাৎকারের। পূর্ব কথানুযায়ী সাক্ষাৎকারের স্থান নির্ধারণ হলো নয়া পল্টনের বিএনপি অফিসে। সোয়া তিনটার দিকে আমরা গিয়ে পৌঁছলাম বিএনপি অফিসে। চারতলায় উঠে দেখা হলো আমিন রসুল সাগর ওরফে টোকাই সাগরের সঙ্গে। সাক্ষাৎকারের জন্য নেমে এলাম তিনতলার একটি রুমে। বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রতিকৃতির নিচে বসে সাগর আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করলেন। ডিজিটাল ক্যামেরায় একনাগাড়ে ছবি তুলতে থাকলেন ***ডেভিড বারিকদার*** । প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন টোকাই সাগর। সেই কথায় মাঝেমধ্যেই দু'একটি শব্দ যোগ করছিলেন ছাত্রদল নেতা ঢাকা কলেজের সাবেক জিএস আবদুল আউয়াল। আর একটি সোফায় বসা ছিলেন এক সময়ের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলিয়াস গ্রুপের ক্যাডার মালেক। সাগরের সামনে বসা ছিলো তার আরো কয়েকজন সঙ্গী-সাথি।

সাপ্তাহিক ২০০০ : আপনি সমাজে পরিচিত একজন সন্ত্রাসী হিসেবে। এর কারণ কী?

আমিন রসুল সাগর ওরফে টোকাই সাগর : আসলে আমি অতীতেও সন্ত্রাসী ছিলাম না, এখনো না। কখনো সন্ত্রাসী কোনো কার্যকলাপে জড়িত ছিলাম না আমি।

২০০০ : তাহলে আপনার বিরুদ্ধে ১১টি মামলা কেন?

টোকাই সাগর : গত এপ্রিল মাসে বিমানবন্দরে আমাকে গ্রেপ্তার করা হলো। এসবির লোক বিমানের পাইলটের কাছ থেকে আমার এক বন্ধুর লাইসেন্স করা আর্মসটা কেড়ে নিয়ে এসে ১০ দিন পরে আমার নামে মামলা দেয়া হলো। ঐ মামলাটাতে হাইকোর্ট থেকে মওদুদ সাহেব জামিন করালো। তখনকার হোম মিনিস্টার নাসিম পুলিশ কমিশনারকে বলল যেখান থেকে যে মামলা পারো দিয়ে আটকায়ে রাখো। যাতে

গ্রেপ্তারের পর সাগরকে পাঠানো হয় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। তখন দেশে চলছে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচিত ছাত্রদল ক্যাডার নীরু, বি. সেলিম, মমতাজুল হক রফিক প্রমুখ তখন কারাগারে। কেন্দ্রীয় কারাগারের ২০ নম্বর সেলে থাকতো তারা। জেলের ভেতরে ছাত্রদল ক্যাডার রফিকের সঙ্গে সাগরের পরিচয় হয়। '৯০ সালে জেল থেকে মুক্তি পায় নীরু-অভি-রফিকরা। এই সময় ছাত্রদলে দেখা দেয় চরম কোন্দল। সাগরও জেল থেকে বের হয়ে আসে। রফিকের হাত ধরে উঠে আসে জিয়া হলে। ছাত্রদল ক্যাডাররা অস্ত্র সংগ্রহের কাজে ব্যবহার করতে থাকে সাগরকে।

যে সোনা মজিবরের হাত ধরে কোটিপতি সাগর, আরেক বস বি সেলিমের নির্দেশে সেই মজিবরকে হুমকি দিতে তার বাসায় ঢুকে বিদেশী কুকুরকে গুলি করে হত্যা করে

রফিকের সিলভার কালার সিডিআই হোন্ডাটি ব্যবহার করতো সাগর। ১৯৯০ সালের ২৫ জুলাই সাগিরা মোর্শেদ হত্যাকান্ডে এই মোটর সাইকেলটি ব্যবহার হয়েছিল বলে পুলিশ শনাক্ত করেছিল। এরপর এই হোন্ডাটি আর দেখা যায়নি। গা ঢাকা দেয় সাগরও। স্বৈরাচার এরশাদ সরকারের পতনের পর আবার প্রকাশ্যে আসে সাগর। অবস্থান তৈরি করে উত্তরার আশকোনায়। শ্বশুরের টিনের দোচালা ঘরে বসবাস করতে থাকে সাগর। এই সময় থেকে তৈরি হতে থাকে তার বিমানবন্দর কানেকশন। সৌদি যাত্রীদের পাসপোর্ট থেকে স্ট্যাম্প সংগ্রহ করে বিক্রি করতে থাকে। সিভিল এভিয়েশনের এক কর্মচারীর মাধ্যমে সাগরের পরিচয় হয় সোনা চোলাচালানি 'সোনা মজিবরের' সঙ্গে। বিএনপি আমলের শেষ দিকে সে আশকোনায় শ্বশুরের টিনের ঘরের জায়গায় ৪ তলা বাড়ি তৈরি করে। চোরাচালান করতে গিয়ে '৯৪ সালে সে গ্রেপ্তার হয়। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে ছাড়া পায়। দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তারের পর তখনকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাকে ছাড়তে রাজি হননি। আরও প্রভাবশালী মহলের চাপে সে ছাড়া পায়। ১৯৯৫ সালের শেষ দিকে এয়ারপোর্টে তার সঙ্গে গুলি করে কাটা রাইফেলসহ ধরা পড়ে ল্যাংড়া রফিক। ১০ বছর সাজা হলেও সাগর সেবারও কৌশলে রেহাই পায়। পরে গ্রেপ্তার হয়ে ডিটেনশনে দেড়মাস জেলে ছিল। তৃতীয়বার সাগর গ্রেপ্তার হওয়ার পর ছাত্রদলের এক ক্যাডার তার মুক্তির ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। সেবার সাগরের বিরুদ্ধে সাড়ে ৪ মণ স্বর্ণ চোরাচালানের মামলা হয়। একই সময়ে কাওলার কামালকে গুলি করায় এলাকাবাসী সাগরের বিচারের দাবিতে মিছিল বের করেছিল। পর পর দু'বার গ্রেপ্তার হয়ে ছাড়া পাওয়ার পর এয়ারপোর্টকেন্দ্রিক ব্যবসায়ীরা সাগরকে বস মানতে শুরু করে। ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবশালী ক্যাডারদের ছত্রচ্ছায়ায় এয়ারপোর্টে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে সে। এয়ারপোর্টের দর্শনার্থী টিকিটের ইজারা নেয়। পরে গেটের ডাক, কনকোর্স হলের ইজারাও পায়। তখন সে একটি টয়োটা সিলিকা গাড়ি চালাত। সোনা মজিবর হত্যার হুমকি থেকে বাঁচতে তাকে দেয় লাল রঙের টয়োটা সিলেক্ট সেলুন প্রাইভেট কার। যে মজিবরের হাত ধরে কোটিপতি সাগর, আরেক বস বি সেলিমের নির্দেশে সেই মজিবরকে হুমকি দিতে তার বাসায় ঢুকে বিদেশী কুকুরকে গুলি করে হত্যা করে। এসবই পুলিশ রিপোর্টের তথ্য।

আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর সন্তোষ নামক এক ব্যবসায়ীর মাধ্যমে সাগর আবার সম্পর্ক গড়ে তোলে যুবলীগ ক্যাডার মুরগি মিলনদের সঙ্গে। মূলত এয়ারপোর্ট এলাকা নিয়ন্ত্রণ ও সোনা চোরাচালান ঠিক রাখতেই সে এ সম্পর্ক গড়ে তোলে। এই সময়ে গড়ে তোলে সেভেন স্টার গ্রুপ। সাগর রাজধানীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী সেভেন স্টার গ্রুপের প্রধান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। যদিও সাক্ষাৎকারে সে বলেছে সেভেন স্টার গ্রুপের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

ছোট ভাইয়ের স্ত্রী ডিভি-ওয়ান ভিসা পাওয়ার সুবাদে পরিবার চলে যায় যুক্তরাষ্ট্রে।

নির্বাচনের আগে বের হতে না পারে।

২০০০ : এতো গেল ৬টি মামলার বিষয়। এ ছাড়াও তো আপনার নামে আরো ৫টি মামলা আছে।

টোকাই সাগর : আমাদের নেত্রীর মঞ্চে যেদিন কাঁদানে গ্যাস মারলো সেদিন রাজউক ভাঙচুর হয়। সেদিন তিনটি মামলা হয়। আর ছাত্রদলের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ঘেরাওয়ের দিনে দু'টি মামলা হয়। এই দু'টি মামলায় আমাকে তিন নম্বর আসামি করা হয়।

২০০০ : কিন্তু এর অনেক অনেক আগে থেকেই তো আপনার পরিচিতি সন্ত্রাসী হিসেবে।

টোকাই সাগর : আসলে এটা একটা গ্রুপ করিয়েছে। আমাকে রাজনীতিক, ব্যবসায়িক, মানসিক, সামাজিকভাবে হেয় করার জন্যে করিয়েছে।

২০০০ : আপনি তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ না ব্যবসায়িক প্রতিপক্ষ?

টোকাই সাগর : আসলে একচুয়েলি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ।

২০০০ : এই প্রতিপক্ষ গ্রুপের পরিচয় কী?

টোকাই সাগর : এই লোকগুলো ইনফ্যাক্ট আওয়ামী লীগের। হেমায়েতউল্লা আওরঙ্গ, লিয়াকত হোসেন, আমীর হোসেন আমু মূলত এই কাজগুলো করিয়েছে।

২০০০ : কারণ কী?

টোকাই সাগর : তারা দেখেছে সিটিতে আমি খুব অ্যাকটিভ। আমার অর্গানাইজেশন খুব ভালো। পলিটিক্যালি আমি খুব মুভমেন্ট শুরু করলাম। তখনই তারা আমাকে অ্যারেস্ট করানোর জন্য বিভিন্নভাবে হয়রানি শুরু করলো। আমার ব্যবসার ক্ষতি করার জন্যে এসব শুরু করলো।

২০০০ : আপনার ব্যবসাটা কীসের?

টোকাই সাগর : আমার 'লিমসা ইঞ্জিনিয়ার্স' এবং 'লিমসা ট্রাভেল এন্ড টুরস প্রাইভেট লিমিটেড' আছে। 'সাগর ইন্টারন্যাশনাল' নামে একটি বায়িং হাউজ ছিল। সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। লিমসা ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে আমি সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, রাজউক, সিভিল এভিয়েশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে প্রচুর কাজ করেছি।

২০০০ : আপনি যে তিনটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কথা বললেন এর কোনোটাই তো বড় কিছু নয়। আপনি এত টাকার মালিক হলেন কীভাবে?

টোকাই সাগর : বলা হয় আমি অনেক টাকার মালিক। আসলে তেমন কিছু নয়।

২০০০ : আপনি কত টাকার মালিক?

টোকাই সাগর : আমার কাছে কোনো ক্যাশ টাকা নেই। কিছু বাড়ি ভাড়া পাই।

২০০০ : আপনার তো ঢাকায় একটা বাড়ি এবং একটা ফ্ল্যাট...।

টোকাই সাগর : আমার ঢাকায় একটা বাড়ি, দুইটা ফ্ল্যাট আছে।

২০০০ : আপনার তো আরো বাড়ি, ফ্ল্যাট আছে।

টোকাই সাগর : আমার আর কিছু নেই।

২০০০ : আমেরিকায় আপনার বাড়ি আছে?

টোকাই সাগর : না, আমেরিকায় আমার কোনো বাড়ি নেই।

২০০০ : আপনার মোট অর্থ-সম্পত্তির পরিমাণ কত?

আওয়ামী লীগ সরকার সন্ত্রাস নির্মূল করতে তো পারেইনি, নিয়ন্ত্রণও করতে পারেনি। যে কারণে জনগণ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে গেছে রাজপথে। আর জনগণের ভোট পেয়েই ক্ষমতায় ফিরে এসেছে বিএনপি। বিএনপি ক্ষমতায় এসেছে তাদের কৃতকর্মে নয়, জনগণের আর কিছু করার ছিলো না সে কারণে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গণরায় পেয়েছে বিএনপি– এ কথা বিএনপি'র নেতারাও স্বীকার করেন। এ কারণেই ক্ষমতায় এসে বিএনপি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে। কিন্তু বিএনপি'র এই জেহাদে সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা কতটা? এটাই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

সন্ত্রাসের জন্যে পরাজয় হলেও এ কথাও সত্যি যে আওয়ামী সরকার চিহ্নিত অনেক সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করেছিল। আওয়ামী লীগের কয়েকজন মন্ত্রী-সাংসদ এবং তাদের পুত্রদের সন্ত্রাসের কাছে এই সাফল্য চাপা পড়ে গিয়েছিল। গ্রেপ্তারকৃত সেই সন্ত্রাসীদের এক একজনের নামে ১০ থেকে ২৫ টি মামলা আছে। ইতিমধ্যেই অনেক মামলায় তারা জামিন পেয়ে গেছে। বিশেষ কোনো ব্যবস্থা না নিলে টোকাই সাগরের মতো তারাও হয়তো অল্প সময়েই বেরিয়ে আসবে। আবার অনেক সন্ত্রাসী বাইরেই অবস্থান করছে। কারাগারের ভেতরে বাইরে কোন সন্ত্রাসীর অবস্থা এখন কেমন?

নগরীর ৪ শীর্ষ সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তারের জন্য ১৯৯৭ সালের ২০ মে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি) সোয়া লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। আর সেই শীর্ষ ৪ সন্ত্রাসী হলো– সুইডেন আসলাম, যোশেফ, প্রকাশ ও বিকাশ। একই বছর চট্টগ্রামের কিংবদন্তিতুল্য সন্ত্রাসী শিবির ক্যাডার নাসির উদ্দিন ওরফে নাসিরকে গ্রেপ্তারের জন্য চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ (সিএমপি) ঘোষণা করেছিল অর্ধলাখ টাকা পুরস্কার। এই ৫ জনের ৪ জনই এখন কারাগারে। কিন্তু কারাগারে তাদের আর কতদিন আটকে রাখা যাবে সেটাই এখন প্রশ্ন। একমাত্র প্রকাশ গ্রেপ্তার হয়নি। অপরদিকে মোহাম্মদপুরের এইচ বাহিনীর প্রধান হারিস আহমেদ ওরফে হারিস গ্রেপ্তার হলেও শেষ পর্যন্ত জামিনে ছাড়া পেয়েছে। সন্ত্রাসী সেভেন স্টার বাহিনীর প্রধান ক্যাডার ত্রিমতি সুব্রত বাইন ওরফে শুভ্রকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। কিন্তু বেশিদিন তাকে কারাগারে আটক থাকতে হয়নি।

> দু'জন কাটা রাইফেল বের করলো। অন্য দু'জন ততক্ষণে পিস্তল বের করে ফেলেছে। ড্রাইভারসহ মাইক্রোবাসের তিন আরোহী দৌড়ে পালালো। বলা যায় তাদের পালানোর পথ করে দেয়া হলো। স্বর্ণ ভর্তি ব্রিফকেস দু'টি পড়ে রইলো মাইক্রোবাসেই

ঢাকার সন্ত্রাসীরা দেশের বাইরেও গ্রেপ্তার হয়েছে। ধানমন্ডির সনজিদুল ইসলাম ইমন এখন কলকাতার কারাগারে। যশোরে সাংবাদিক শামছুর রহমান হত্যা মামলার আসামি পাগলা সেলিম গ্রেপ্তার হয়েছে দিল্লিতে। সেখানকার কারাগারেই এখন তার দিন কাটছে।

কারাগারে আটক সন্ত্রাসীরা কারাগারে বসে নেই। তারা একের পর এক মামলায় জামিন পাচ্ছে। কেউ কেউ কারাগারে বসেই নিয়ন্ত্রণ করছে আন্ডারওয়ার্ল্ড। যশোরের হাসান সিন্ডিকেটের হাসান কারাগারে বসেই চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ করছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

কারাগারে আটক সন্ত্রাসীদের জাতভাইরা বাইরেও সক্রিয়। এ ব্যাপারে সবার আগে যার নাম আসে সে হলো কালা জাহাঙ্গীর। পুলিশের অন্তত ৫০টি অভিযান ব্যর্থ করে দিয়ে সে বহাল তবিয়তে এই নগরীতেই সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। সুইডেন আসলামের আন্ডারওয়ার্ল্ডের হাল ধরেছে কাওরান বাজারের পিচ্চি হান্নান। গত এপ্রিল মাসে দাউদকান্দি পুলিশ তাকে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রসহ গ্রেপ্তারের পরও ছেড়ে দেয়।

নগরীর সিনিয়র সন্ত্রাসী মোহাম্মদপুরের হারিস আহমেদ ওরফে হারিস '৯৬ সালে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিলো। এই হারিসই '৯৪-৯৫ সালে নগরীতে তার নামের আদ্যাক্ষর দিয়ে 'এইচ' বাহিনীর জন্ম দেয়। তার অপর দুই ভাই তোফায়েল আহমেদ যোশেক ও টিপু। তিন ভাইয়ের সমন্বয়ে

> 'আমি এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছিলাম আমাদের দেশের বাউলিয়া হাই স্কুল থেকে। পাস করতে পারিনি। আর পড়াশোনা করিনি। পরে চট্টগ্রামে চলে আসি'

টোকাই সাগর : আমার বেশি টাকা-পয়সা নেই। আমার মোট সম্পত্তির পরিমাণ পৌনে তিন কোটি, তিন কোটি টাকা হবে।

২০০০ : এই সম্পত্তি তো আপনি চোরাচালানের স্বর্ণ লুট করে আয় করেছেন বলে অভিযোগ আছে।

টোকাই সাগর : আমি কখনোই চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত ছিলাম না।

২০০০ : আপনি এই সম্পত্তির মালিক হলেন কীভাবে?

টোকাই সাগর : আমি টাঙ্গাইলের মহিলা কলেজের কাজ করেছি, আলিয়া মাদ্রাসার হোস্টেল আমার হাতে তৈরি।

২০০০ : আলিয়া মাদ্রাসার কাজ করেছিলেন কত সালে?

টোকাই সাগর : এটা ১৯৮৭ সালের দিকে হবে।

২০০০ : কত টাকার কাজ ছিল? কত লাভ করেছিলেন?

টোকাই সাগর : বিশ-পঁচিশ লাখ টাকার কাজ ছিল। লাভ হয়েছিল চার-পাঁচ লাখ টাকা। রাজউকে অনেক মাটির কাজ করেছি। সেখানে লাখ বিশেক টাকা লাভ হয়েছিল।

২০০০ : এগুলো তো খুব অল্প টাকা। আপনার সম্পত্তির সঙ্গে মেলে না।

টোকাই সাগর : বাংলাদেশে বিভিন্ন বিদেশী কোম্পানি আছে। তারা ট্যাক্স ফ্রিতে প্রচুর গাড়ি নিয়ে আসে। প্রজেক্ট শেষে গাড়িগুলো বিক্রি করে দেয়। একবার একটা কোম্পানির অনেকগুলো গাড়ি কিনে আমি প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ টাকা লাভ করেছিলাম।

২০০০ : বলা হয় মুরগি মিলন এবং আপনি চোরাচালানের স্বর্ণ লুট করে বড়লোক হয়েছেন।

টোকাই সাগর : মুরগি মিলনকে আমি কখনোই চিনতাম না। '৮৭ সালে একটা টেন্ডার জমা দিতে গিয়ে আমি অ্যারেস্ট হই। মুরগি মিলন তখন এয়ারপোর্টে চোরাকারবার করতে গিয়ে কিছু মালপত্রসহ গ্রেপ্তার হয়।

২০০০ : মুরগি মিলনের সঙ্গে আপনার বিরোধের কারণ কী?

টোকাই সাগর : আমার সঙ্গে তার কোনো বিরোধ ছিলো না। সে আমার পক্ষে তো কখনো ছিল না। বিরুদ্ধে কেন ছিল...। মূলত তারা ছিল আওয়ামী লীগপন্থি।

২০০০ : আর আপনি বিএনপি–এ কারণেই কী বিরোধ?

টোকাই সাগর : আমাদের নেত্রীর লং মার্চের মিছিলে ইস্কাটনে বোমা মারে লিয়াকতরা। তখন ফোন করে লিয়াকতকে বলি, কাজটা আপনারা ঠিক করেননি। খুব অন্যায় করেছেন আপনারা। তখন থেকেই তারা

মোহাম্মদপুরে গড়ে উঠেছিল এইচ বাহিনী। ডি-৯ নুরজাহান রোডের মৃত আব্দুল ওয়াহেদের ৩ পুত্র এই সন্ত্রাসী বাহিনীর মাধ্যমে চাঁদাবাজি জমি ও বাড়ি দখল করে কোটিপতি হয়ে যায় অল্প সময়ে। '৯৬ সালে হারিস গ্রেপ্তার হওয়ার পর এই বাহিনীর হাল ধরে তার ভাই যোশেফ। '৯৭ সালের ৫ মার্চ যোশেফ গ্রেপ্তার হয়। এরপর বাকি থাকে টিপু। কিন্তু ২ বছর আগে টিপু প্রতিপক্ষের সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত হয়। এইচ বাহিনীর হারিস চলতি বছরের ১২ জুলাই কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পায়। তার বিরুদ্ধে মোট মামলা ছিল ১৮টি। যোশেফের বিরুদ্ধে মামলা ২৪টি। এর মধ্যে ৭টি মামলায় সে খালাস পেয়েছে। তার সাজা হয়েছে ২টি মামলায়। জামিন পেয়েছে ১টি মামলায় এবং একটি মামলা থেকে তাকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

ঢাকা শহরের এক সময়ের সবচেয়ে আলোচিত সন্ত্রাসী সুইডেন আসলামকে '৯৭ সালে পুলিশ নিউ ডিও এইচএস থেকে গ্রেপ্তার করে। হত্যাকান্ড ঘটিয়েই সে সুইডেন চলে যেত। আর একারণেই তার নামের আগে সুইডেন শব্দটি যুক্ত হয়। সে তাকে ত্যাগ করে যাওয়া স্ত্রীর দ্বিতীয় স্বামীকেও হত্যা করে। তার বিশাল বাহিনী অত্যাধুনিক গাড়িতে করে সশস্ত্র অবস্থায় নগরীতে ঘুরে বেড়াত। তার বিরুদ্ধে মোট মামলা ১৭টি। এর মধ্যে ৪টি মামলায় সে খালাস পেয়েছে। জামিন পেয়েছে ৪টিতে। একটি মামলা থেকে তাকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। সাজা হয়েছে ২টিতে। এখন বলতে গেলে সে মুক্তির মিছিলে আছে। সুইডেন আসলাম কারাগারে আটক থাকলেও এই সময়ে তার বাহিনীর কাজ থেমে থাকেনি। তার বাহিনীর হাল ধরে পিচ্চি হান্নান। চাঁদপুর থেকে ঢাকার কাওরান বাজারে বাবার সঙ্গে তরকারি বিক্রি করতে এসে সে ক্রমে হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী। গত বছরের ২৬ জানুয়ারি পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করলেও মাত্র ৭ দিনের মাথায় সে ছাড়া পায়। পুলিশের খাতায় সে দু'হাতে একই সময়ে সমানভাবে আগ্নেয়াস্ত্র চালানায় দক্ষ সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত। তার বিরুদ্ধে মোট মামলা ১৬টি। তার মাসিক আয় ১০ লাখ টাকারও বেশি বলে জানা যায়।

'স্বর্ণ চোরাচালান করে যারা দেশের সর্বনাশ করতো আমি তাদের মাল লুট করে বড়লোক হয়েছি। এতে আমার দোষটা কোথায়? আমি তো দেশের ক্ষতি করিনি, জনগণের ক্ষতি করিনি'

এখন নগরীর সবচেয়ে আলোচিত সন্ত্রাসী বাহিনী সেভেন স্টার গ্রুপ। আর এই সেভেন স্টার গ্রুপের নেতা ত্রিমতি সুব্রত বাইন ওরফে শুভ্র। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় শুভ্র কমপক্ষে ২০ জন সহযোগী নিয়ে ভারতে পালিয়ে গিয়েছিল। ১ অক্টোবর নির্বাচনের পর সে আবার ফিরে এসেছে। শুভ্র '৯৭ সালের ৯ মে শান্তিনগরের একটি ক্লিনিকে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। ওই ক্লিনিকে পলাতক অবস্থায় সে তার অসুস্থ শিশু পুত্রকে দেখতে গিয়েছিল। মাত্র ৩ মাসের মাথায় ১০ আগস্ট জামিনে ছাড়া পায়। এরপর আর তার নাগাল পায়নি পুলিশ। গত প্রায় ৪ বছরে সুইডেন আসলামের পর নগরীতে সুব্রত বাইনই সংঘবদ্ধ সন্ত্রাসী গ্রুপ গঠন করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়। শুভ্র হত্যাসহ এক ডজনেরও বেশি মামলার আসামি। শুভ্রর প্রধান সহযোগী ও সন্ত্রাসী সেভেন স্টার বাহিনীর সিপাহসালার ছিল মগবাজারের তৌহিদুজ্জামান টিক্কা। সে গত ৮ জুলাই গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। ১৫ জুলাই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়। টিক্কা উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান ছিল। অপর দিকে সেভেন স্টার বাহিনী প্রধান শুভ্র মগবাজারের বস্তি এলাকার ছিঁচকে চোর ও ছিনতাইকারী থেকে শীর্ষ সন্ত্রাসীতে পরিণত হয়। তার বাবার নাম বিপুল বাইন। বরিশালের আগৈলঝরা থানায় জোয়ারপাড়া গ্রাম থেকে শৈশবে সে ঢাকায় এসেছিল জীবিকার খোঁজে।

নগরীর আলোচিত সন্ত্রাসীদের মধ্যে একমাত্র কালা জাহাঙ্গীরেরই রেকর্ড রয়েছে পুলিশের হাতে ধরা না পড়ার। অত্যন্ত ভদ্র ঘরের সন্তান। কালা জাহাঙ্গীরের

আমার বিরুদ্ধে।

২০০০ : আপনি মুরগি মিলন হত্যা মামলার আসামি। আপনিই মুরগি মিলনকে হত্যা করিয়েছেন বলে জানা যায়।

টোকাই সাগর : থানার ওসি আমাকে বলেছে মুরগি মিলনের ওয়াইফ আমার নামে মামলা দিতে চায়নি।

২০০০ : কোন ওসি বলেছে, এখনকার ওসি?

টোকাই সাগর : ওসি কোতোয়ালি। এখনকার নয়, এর আগের। আমি যখন তাকে ফোন করলাম সে তখন আমাকে বলে, আপনার নামে মামলাটা পরের দিন সকাল ১০টার দিকে আওরঙ্গ আর লিয়াকত থানায় এসে দিয়েছে।

২০০০ : আওরঙ্গ-লিয়াকতের তো একটা পলিটিক্যাল পরিচিতি...

টোকাই সাগর : আমার মনে হয় না এরা পলিটিক্যাল। '৮৭-৮৮ সালে আমি যখন জেল খেটেছি তখন তাদের আমি দেখেছি ষাট-সত্তর বছরের জেল হয়েছিল। তাদের কেসের নথিপত্র আমি নিজে হাতিয়ে দেখেছি। সব ছিনতাই এবং ডাকাতি মামলায় তাদের সাজা হয়েছিল। আওয়ামী লীগের এক মন্ত্রীর বাসায় ডাকাতির কেসেও তাদের সাজা হয়েছিল।

২০০০ : তার মানে তাদের সঙ্গে আপনার একটা যোগাযোগ ছিল।

টোকাই সাগর : মাঝে মাঝে আমিও লিয়াকতদের দাওয়াত দিয়ে খাওয়াতাম। তারাও আমাকে দাওয়াত দিয়ে খাওয়াত।

২০০০ : জেলের ভেতরেই?

টোকাই সাগর : হ্যাঁ জেলের ভেতরেই।

২০০০ : মুরগি মিলনের সঙ্গেও তো আপনার এরকম যোগাযোগ হয়েছিল।

টোকাই সাগর : না, মুরগি মিলনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল না।

২০০০ : আপনার নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে সন্ত্রাসী সেভেন স্টার গ্রুপ।

টোকাই সাগর : পত্রিকায় এটা দেখে আমি নিজেই হতভম্ব হয়ে গেছি। সেভেন স্টার কি টেন স্টার কি– আমি কিছুই জানি না।

২০০০ : বলা হয় আপনি সেভেন স্টার গ্রুপের মূল পেট্রোনাইজার এবং আর্মস সাপ্লাইয়ার। আপনার সঙ্গে আছে জয়, সুব্রত বাইন শুভ্র...

টোকাই সাগর : প্রশ্নই ওঠে না। জয়কে আমি চিনি না। নিউইয়র্কে গিয়ে আমি একবার জয়ের নাম শুনেছি, কি একটা ঝামেলা করে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছে।

২০০০ : নিউইয়র্কে গিয়ে জয়ের নাম শুনলেন কীভাবে?

টোকাই সাগর : নিউইয়র্কে জয় তখন আলোচিত ছিল।

২০০০ : প্রধানমন্ত্রীর ছেলের পরিচয়...

টোকাই সাগর : না, সেটা নয়। জয় ছিল, ইয়াহিয়া নামে আর একটা ছেলে ছিল তারা আমেরিকায় ইন্সুরেন্সের একটা জালিয়াতির ব্যবসা করতো।

২০০০ : কী ব্যবসা?

টোকাই সাগর : এটা আমি ক্লিয়ার বলতে পারব না। একটা জিনিস আমি বলতে পারব সেটা হলো, তারা একটা গ্রুপ করেছিল। এই গ্রুপটা

এক ভাই পদস্থ সামরিক কর্মকর্তা। মা স্কুল শিক্ষিকা। অতিরিক্ত অর্থের লোভ ও উচ্চাশা তাকে সন্ত্রাসীতে পরিণত করেছে। '৯৪ সালের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হল পাহারা দিতে গিয়ে তার ভাড়াটে ক্যাডার জীবন শুরু। এরপর বাড্ডা এলাকায় গড়ে তোলে ভাড়াটে সন্ত্রাসী বাহিনী। তার পরিবারের বসবাসও ছিল ওই এলাকায়। আওয়ামী লীগ শাসনামলে কালা জাহাঙ্গীর পুরনো ঢাকার একজন ওয়ার্ড কমিশনার শহীদের ছত্রছায়ায় পুরনো ঢাকায় আস্তানা গড়ে তোলে। এছাড়া তার আরেক শেল্টার দাতা মিরপুর এলাকার বিএনপি'র কমিশনার আহসান উল্লাহ হাসান। অল্প সময়ের মধ্যেই তার বিএনপি'র আর এক নেতার শেল্টারে চলে আসার সম্ভাবনা আছে বলে জানা যায়। সে বিবাহিত, তার স্ত্রীর নাম সোনিয়া ওরফে সনু। এখনো কালা জাহাঙ্গীর ওই ওয়ার্ড কমিশনারের ছত্রছায়াই আছে। নগরীর বাড্ডা, গুলশান, মিরপুর, পল্লবী ও পুরনো ঢাকায় সন্ত্রাসের একচ্ছত্র অধিপতি কালা জাহাঙ্গীর।

ঠান্ডা মাথায় মানুষ খুন করতে তার জুড়ি নেই। পুরনো ঢাকায় তার রয়েছে ২০টিরও বেশি আস্তানা, ফলে সহজেই সে পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিতে পারে। পুলিশের অনেক কর্মকর্তার সঙ্গেই তার রয়েছে সুসম্পর্ক।

বন্দর নগরী চট্টগ্রামে বসে যে সন্ত্রাসী জাতীয় কুখ্যাতি অর্জন করেছিল সে হল শিবির ক্যাডার নাসির উদ্দিন ওরফে নাসির। চট্টগ্রামের নাজিরহাটের মান্দাকিনি গ্রামের নাসির মাদ্রাসা ছাত্র হিসেবে ছাত্র শিবিরের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিল, এরপর ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার নামে হয়ে ওঠে কিংবদন্তিতুল্য সন্ত্রাসী। চট্টগ্রামসহ সারা দেশে শিবির ক্যাডারের প্রশিক্ষক ছিল নাসির।

চোরাচালানের স্বর্ণ লুট করে বড়লোক হওয়া টোকাই সাগরের সম্পদ রয়েছে দেশে, বিদেশেও। আমেরিকার নিউইয়র্কের অদূরে লং আইল্যান্ড শহরে সে একটি বাড়ি কিনেছে। জানা যায় বাড়িটি কেনার জন্যে একাকালীন ডাউন পেমেন্ট করতে হয়েছে ৫০ হাজার ডলার

নগরীর গডফাদার রাজনৈতিক নেতারা নাসিরকে সমীহ করে চলত। হত্যাকান্ড ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের পর নাসির চলে যেত দুবাই। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আবার ফিরে আসত। '৯৮ সালের ৬ এপ্রিল ব্যাপক গুলি বিনিময়ের পর চট্টগ্রাম কলেজ ছাত্রাবাস থেকে নাসিরকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। কিন্তু কারাগারে থেকে এখনো চট্টগ্রামের আন্ডারওয়ার্ল্ড-এর নিয়ন্ত্রক নাসির। কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রামে মামলায় হাজিরা দিতে এসে সম্প্রতি পুলিশের সহায়তায়ই নাসির তার সহযোগীদের নিয়ে চট্টগ্রামের একটি হোটেলে দীর্ঘ সময় বৈঠক করে। সে ৮টি হত্যাসহ ২৬টি মামলার আসামি। তবে ইতিমধ্যেই হত্যাসহ বেশ কয়েকটি মামলায় সে জামিন পেয়েছে।

চট্টগ্রামের হোটেল বৈঠকের পর নাসির বাহিনী আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। তার সহযোগীদের বিশ্বাস নাসিরকে আর বেশিদিন কারাগারে থাকতে হবে না।

গত বছর গুলশানের ব্যবসায়ী শিপু হত্যাকান্ডের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের সাবেক সাংসদ কামাল আহমেদ মজুমদারের পুত্র জুয়েল আলোচনায় আসে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশের পরও পুলিশ জুয়েলকে গ্রেপ্তার করেনি। সে দেশের বাইরে চলে যেতে সক্ষম হয়। কিছুদিন ব্যাংকক অবস্থানের পর জুয়েল এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছে বলে তার ঘনিষ্ঠ মহল জানায়। এই জুয়েলের বিরুদ্ধে শিপু হত্যা মামলায় আদালতে চার্জশিটে দাখিল করা হয়েছে।

জুয়েল নগরীর অভিজাত এলাকা গুলশানে সন্ত্রাসী বাহিনী গড়ে তুলেছিল। চাঁদাবাজি, টেন্ডার ছিনতাই ও ফাও মূল্যবান জিনিসপত্র নেয়ায় জুয়েল বাহিনী ছিল অপ্রতিবোধ্য। জুয়েল বিদেশে অবস্থান করলে দেশে তার বাহিনীর সদস্যরা ইতোমধ্যেই রঙ বদলিয়েছে। তারা এখন ক্ষমতাসীনদের দলে ভিড়ে গেছে।

সাবেক প্রতিমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়ার পুত্র দিপু চৌধুরী এখন জেলে। তবে হত্যা ও মার্কেট দখলসহ অধিকাংশ মামলায়ই সে জামিন পেয়েছে। তার আটকাদেশ গত মাসে আদালত অবৈধ

গাড়ি কিনতো এবং দুইটা গাড়ির অ্যাকসিডেন্ট করিয়ে ইন্সুরেন্স কোম্পানি থেকে প্রচুর টাকা আয় করতো। এটা এফবিআই-এর তদন্তে ধরা পড়ে যায়। তাদের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। কয়েকজন এখনো আমেরিকায় জেলে আছে। এই সময় জয় পালিয়ে ঢাকায় চলে আসে।

২০০০ : আপনার সাহায্যেই তো জয় পালিয়ে আসতে পেরেছিল।

টোকাই সাগর : প্রশ্নই আসে না।

২০০০ : নিউইয়র্কে জয়ের সঙ্গে তো আপনার দেখা হয়েছিল।

টোকাই সাগর : না, জয়কে আমি চিনি না।

২০০০ : সুব্রত বাইন শুভ্রর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কী?

টোকাই সাগর : সুব্রকে আমি কখনো সামনাসামনি দেখিনি।

২০০০ : ফোনে কথা হয়েছে?

টোকাই সাগর : না ফোনেও কথা হয়নি।

২০০০ : আপনাকে 'টোকাই' সাগর বলা হয় কেন?

টোকাই সাগর : কিছু কিছু সাংবাদিক ভাইও আমাকে বলেছে, এই জিনিসটা আওরঙ্গ করিয়েছে। আওরঙ্গ এবং লিয়াকত এই কাজটা করিয়েছে।

'দল যদি আমাকে যোগ্য মনে করে, নমিনেশন দেয় তাহলে আমার এলাকা সন্দ্বীপ থেকে নির্বাচন করতে চাই'

২০০০ : কারণ কী? এদের সঙ্গে আপনার বিরোধটা কী নিয়ে?

টোকাই সাগর : এটা আমি জানি না। তবে আমার ট্রাভেলসে গিয়ে লিয়াকতরা অনেক সময় টিকেট বাকি চাইত। অনেক সময় জোর করেছে। কিন্তু আমি কখনো দেইনি। এরা আরো অনেকের নাম নিয়েই এরকম করেছে। যেমন বি. সেলিম। তার নাম কখনো বি. সেলিম ছিল না। আওরঙ্গ পত্রিকায় লিখিয়ে এই নাম দিয়েছে।

২০০০ : বি. সেলিম মানে বাস্টার্ড সেলিম?

টোকাই সাগর : হ্যাঁ তার নাম কখনো বাস্টার্ড সেলিম ছিল না। তার নাম হলো সৈয়দ সেলিম আহমেদ। আমার নামের আগেও 'টোকাই' লিয়াকতরা স্টাবলিস্ট করেছে। তারা আমার ইমেজ ধ্বংস করে দিয়েছে। আমাকে তারা মেরে ফেলারও চেষ্টা করেছে অনেকবার।

২০০০ : আপনার গ্রুপও তো লিয়াকতদের মেরে ফেলার জন্য মগবাজার রেল গেটের কাছে তাদের গাড়িতে গুলি করেছে বলে অভিযোগ আছে।

টোকাই সাগর : এটা লিয়াকতরা নিজেরাই ঘটিয়েছে। আমি তখন জেলেই। নিজেরা ঘটিয়ে তারা বলেছে আমি জেলে থেকে এসব করছি। জেলে আমার ওয়াইফের সঙ্গেও দেখা করতে দিত না। হোম মিনিস্টার

ঘোষণায় পর পুনরায় ৩০ দিনের আটকাদেশ দেয়া হয়েছে। উত্তরায় রাজউকের জমি দখল করে শাহজালাল মার্কেট তৈরির পর দিপু চৌধুরী উত্তরায় তারাজ উদ্দিন হত্যাকান্ডের ঘটনার মাধ্যমে সন্ত্রাসে তারকাখ্যাতি অর্জন করে। শুধু মার্কেট দখল নয়, হকার সমিতি দখলেও দিপু চৌধুরী মুন্সিয়ানার পরিচয় রেখেছিল। আওয়ামী লীগ শাসনামলের শেষ দিকে দিপু চৌধুরী আদালতে আত্মসমর্পণ করে কিছুদিন জেলে থাকার পর জামিন পায়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় তাকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়। তবে এবারও তার জেল থেকে বেরিয়ে আসার সম্ভাবনাই বেশি।

ঢাকায় আন্ডারওয়ার্ল্ড-এ জোর খবর রয়েছে যে কলকাতায় গ্রেপ্তার সানজিদুল ইসলাম ইমন দেশে ফিরে আসছে। তার বিরুদ্ধে কলকাতায় ফরেনার্স অ্যাক্টে মামলার বিচার চলছে। এতোদিন ইমনের আইনজীবী সময় নিয়ে বিচার কাজ বিলম্বিত করছিলেন। তাদের টার্গেট ছিল সুবিধাজনক সময়। ফরেনার্স অ্যাক্টের মামলায় সর্বোচ্চ শাস্তি ৩ মাস। সাজা ভোগের পর ইমন দেশে ফিরে আসবে বলে জানা গেছে। তার শ্যালক টিটন এখন ছাত্রদলের ক্যাডার বাহিনীতে সক্রিয়। ইমন ঢাকার ফিরলে একই দায়িত্ব পালনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বলে জানা যায়। ধানমন্ডির ডাক্তার দম্পতির পুত্র সানজিদুল ইসলাম ইমনের বাবার নাম মৃত মালিক আব্দুল হারুন। ধানমন্ডিতে তাদের নিজস্ব আলিশান বাড়ি রয়েছে। '৯৭ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর ঢাকার পুলিশ ইমন ও তার সহযোগীদের ফুলবাড়িয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রসহ গ্রেপ্তার করেছিল। কিন্তু সে পরের বছর ২ মার্চ জামিনে ছাড়া পায়। ইমনের বিরুদ্ধে হত্যাসহ একডজনেরও বেশি মামলা রয়েছে। সে চিত্রনায়ক সোহেল চৌধুরী হত্যা মামলায় চার্জশিটভুক্ত আসামি। এছাড়া

সাজা ভোগের পর ইমন দেশে ফিরে আসবে বলে জানা গেছে। তার শ্যালক টিটন এখন ছাত্রদলের ক্যাডার বাহিনীতে সক্রিয়। ইমন ঢাকার ফিরলে একই দায়িত্ব পালনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বলে জানা যায়

সে জামিনের কয়েকদিন পরই বাড্ডা এলাকায় টিপু-ইমরান জোড়া খুনের আসামি।

মিরপুরের যুবলীগ নেতা নিউটন আওয়ামী লীগ শাসনামলে পুলিশের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে ছিল। ১৭টি মামলা মাথায় নিয়ে যুবলীগ নেতা হিসেবে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালাতে তার অসুবিধা হয়নি। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেও তাকে এখনো গ্রেপ্তার করেনি। মিরপুরে হাজী মোঃ ওয়ালিউর রহমানের পুত্র নিউটন গত ৫ বছরে চাঁদাবাজি-সন্ত্রাসী তৎপরতা ও মিরপুর এলাকায় গার্মেন্টস-এর ঝুট ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করে কোটিপতি হয়েছে।

মোহাম্মদপুরে দুই সহোদরকে নির্মমভাবে হত্যা মামলার আসামি কামাল পাশা ঢাকায় না কলকাতায় তা নিয়ে পুলিশের মধ্যেই সন্দেহ আছে। পুলিশের একটি সূত্র দাবি করেছে কামাল পাশা এখন ঢাকায়। অপরদিকে গত বছরে শেষ দিকে সন্ত্রাসী ইমনকে কলকাতায় গ্রেপ্তারের পর ডিবির ইন্সপেক্টর রেজাউল করিম জানিয়েছিলেন, কামাল পাশা কলকাতার পাগলা গারদে আছে। '৯৭ সালের ২২ মে কামাল পাশাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। '৯৮ সালের ১ ডিসেম্বর সে জামিনে ছাড়া পায়। গত বছরের ৫ জানুয়ারি মোহাম্মদপুরের দুই সহোদরকে একই নির্মমভাবে হত্যার পর ভারতে পালিয়ে যায়। পালিয়ে যাওয়ার আগে সে ঢাকার ধানমন্ডি এলাকার এক সাবেক সাংসদের বাসায় আত্মগোপন করেছিল। মোহাম্মদপুর হাউজিং এস্টেটের বাসা থেকে জুয়েল ও রিবেল দুই ভাইকে পরপর ডেকে নিয়ে কামাল পাশা হত্যা করেছিল। সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশেও তখন কামাল পাশা গ্রেপ্তার হয়নি। কারণ ছিল একটিই। কামাল পাশা সাবেক এক সাংসদের দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়। '৯৭ সালের ২২ মে পিজি হাসপাতাল চত্বরে দিনে-দুপুরে ঠিকাদার আসিফ ইকবালকেও গুলি করে হত্যা করেছিল দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী কামাল পাশা। ঐদিন তেজগাঁও থানা পুলিশ মোট ৫টি নাইন এমএম পিস্তলসহ কামাল পাশা ও তার সহযোগী হেলালকে গ্রেপ্তার করে। এই হেলালই নগরীর

নাসিম সাহেব আইজি প্রিজনকে নির্দেশ দিয়েছেন আমাকে কনডেম সেলে রাখার জন্য। আইজি প্রিজন ছিল আওয়ামী লীগ পন্থি, শেখ কামাল তাকে চাকরি দিয়েছিল। কনডেম সেলে রাখা হয় ফাঁসির আসামিদের। আমাকে কনডেম সেলে রাখার তার রাইট নেই। আমাকে দুই মামলায় ডান্ডাবেড়ি পরিয়ে রাখতো।

২০০০ : চোরাচালানের স্বর্ণ লুটের ক্ষেত্রে টোকাই সাগর, মুরগি মিলন, কামরুজ্জামান রতন প্রমুখের নাম আসে।

টোকাই সাগর : আমরা বা কামরুজ্জামান রতন কখনোই স্বর্ণ চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত ছিলাম না। '৯১ সালে আমরা একবার এয়ারপোর্টের পার্কিং এবং দর্শনার্থী এরিয়া ইজারা নিয়েছিলাম।

২০০০ : এই সময় বিমানবন্দর এলাকা আপনার নিয়ন্ত্রণে ছিল।

টোকাই সাগর : এখানে নিয়ন্ত্রণ বলতে কিছু নেই। এখানে মানুষ টেন্ডার দিয়ে কাজ পায়।

২০০০ : এ বছর দিপু চৌধুরী পেয়েছিল। সেও কী সঠিক পদ্ধতিতেই পেয়েছিল?

টোকাই সাগর : না, এবার আমি শুনেছি দিপু চৌধুরী কাউকে টেন্ডার জমা দিতে দেয়নি।

২০০০ : আপনারাও তো তাই করেছিলেন?

টোকাই সাগর : না, আমরা কাউকে টেন্ডার ফেলতে বাধা দেইনি।

২০০০ : আপনি তো এখন বিএনপি'র মহানগর কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। আপনার রাজনীতির শুরুটা কীভাবে হয়েছিল?

টোকাই সাগর : আমি সন্দ্বীপে থাকতে ছাত্রদল করতাম।

২০০০ : এটা কত সালে?

টোকাই সাগর : এটা '৮০-'৮১ সাল হবে।

২০০০ : আপনি কী তখন পড়াশোনা করতেন?

টোকাই সাগর : আমি এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছিলাম আমাদের দেশের বাউলিয়া হাই স্কুল থেকে। পাস করতে পারিনি। আর পড়াশোনা করিনি। পরে চট্টগ্রামে চলে আসি। যুবদলের মেম্বার হই। তারপর ঢাকায় চলে আসি। রাজ ভাই আমাকে জাসাসের একটা কমিটিতে রাখে।

২০০০ : জহুরুল হক হলের ক্যান্টিন বয় ছিলেন কোন সময়টাতে?

টোকাই সাগর : আমি কখনোই জহুরুল হক হলে যাইনি। ক্যান্টিন বয় থাকার তো প্রশ্নই আসে না। যখন থেকে আমি বিএনপিকে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করতে থাকি তখন থেকেই লিয়াকতরা আমার বিরুদ্ধে লাগে।

২০০০ : আপনি কী বিএনপিকে টাকা দিতেন?

টোকাই সাগর : না, ঠিক টাকা না... । সভা-সমাবেশ করার জন্য যে টাকার দরকার হতো সেটা দিতাম।

২০০০ : আপনি কী খালেদা জিয়ার বডিগার্ড ছিলেন?

টোকাই সাগর : নেত্রীর সঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গেলে অনেকেই মনে করতো আমরা বডিগার্ড বা দলের লোক। আমরা নিজেরা অনেক সময় ধাক্কা খেয়ে নেত্রীকে সেভ করার চেষ্টা করেছি।

২০০০ : বলা হয় আপনি আন্ডারওয়ার্ল্ডের আর্মসের ডিপো।

টোকাই সাগর : অনেকেই এ রকম মনে করে। এটা আসলে ভুল ধারণা। আমি কখনো আর্মসের রাজনীতি করিনি।

২০০০ : আপনি কী কখনো আর্মস ক্যারি করেন না?

এখন দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী পিচ্চি হেলাল।

'৯৭ সালে সন্ত্রাসী বিকাশ গ্রেপ্তার হওয়ার পর তার ভাই প্রকাশ ভারতে পালিয়ে যায়। মিরপুরে বিকাশ-প্রকাশ দুই ভাই মিলে সন্ত্রাসী বাহিনী গড়ে তুলেছিল। তাদের দুই ভাইকেই গ্রেপ্তারের জন্য নগদ অর্থ পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। কিন্তু প্রকাশকে গ্রেপ্তার সম্ভব হয়নি। কলকাতার নিউ মার্কেট ও উত্তরা কটেজ এলাকায় প্রকাশের আস্তানা রয়েছে বলে জানা যায়। তাদের বেশকিছু আত্মীয়-স্বজনও রয়েছে কলকাতায়। বাংলাদেশ থেকে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পর প্রকাশ ভারতে পালিয়ে যাওয়া ঢাকার সন্ত্রাসীদের শেল্টারে পরিণত হয়। ইমন, সুব্রত বাইন, কালা জাহাঙ্গীর যখনই কলকাতায় গিয়েছে প্রকাশই হয়েছে তাদের গাইড। প্রকাশ মাঝে মধ্যে ঢাকায় আসে বলে সূত্র জানায়। সে এখন দুই বাংলার সন্ত্রাসীদের সঙ্গেই কাজ করছে। ঢাকার বিভিন্ন থানায় প্রকাশের বিরুদ্ধে হত্যাসহ ১৭টির বেশি মামলা রয়েছে।

নগরীর দুই আলোচিত সন্ত্রাসী বিহারী মুন্না ও জব্বর মুন্না। বিহারী মুন্না মোহাম্মদপুর এলাকার। আর জব্বর মুন্না তেজগাঁও এলাকার। বিহারী মুন্না মাউরা মুন্না হিসেবে পরিচিত। বিহারী মুন্না বেঁচে আছে না তাকে হত্যা করা হয়েছে এ নিয়ে পুলিশের মধ্যে বিভ্রান্তি রয়েছে। চলতি বছরের প্রথম দিকে গোয়েন্দা সংস্থা খবর দিয়েছিল বিহারী মুন্না সন্ত্রাসী ইমনের শ্যালক টিটন ও তার সহযোগীরা গাজীপুরে ইটের ভাটায় পুড়িয়ে হত্যা করেছে। কারণ কলকাতায় বিহারী মুন্নাই ইমনকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল। ইমন ও মুন্না ছিল একই সন্ত্রাসী গ্রুপের সদস্য। তাদের গ্রুপের হাতেই ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের সুজন খুন হয়। তবে পুলিশের একটি সূত্রের ধারণা, বিহারী মুন্নাকে হত্যা করা হয়নি। সে আত্মগোপনের কৌশল হিসেবে নিজেই এই গুজব ছড়িয়েছে। মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পের অধিবাসী মুন্না পরিবার বাংলাদেশে আটকে পড়া পাকিস্তানি। তার পরিবার অবশ্য এখন জেনেভা ক্যাম্পে থাকে না। মোহাম্মদপুরে ভাড়া বাসায় থাকে। বিহারী ক্যাম্পে সন্ত্রাসের মাধ্যমে উত্থান হওয়া মুন্না বিহারী মুন্না হিসেবে পরিচিতি পায়।

অপরদিকে তেজগাঁওর জব্বর মুন্না এখনো সক্রিয়। তবে তার সন্ত্রাসের জৌলুস আর আগের মতো নেই।

মহাখালীর রসুলবাগে ট্রিপল মার্ডার হত্যা মামলায় আসামি মোতাহার দেশে ফিরে আসে। সাবেক সরকারের আমলেই সে গ্রিন সিগনাল পেয়ে দেশে ফিরে আসে। মৌচাক মার্কেটের গডফাদার মোতাহার এখন রঙ বদলানোর চেষ্টা করছে। শিবপুরের যুবলীগ নেতা জাহিদ কারাগারে আটক শীর্ষ সন্ত্রাসী প্রকাশের ভাই বিকাশ, শ্যামপুরের শাহাদাত শিকদার, সেভেন স্টার গ্রুপের মোল্লা মাসুদ, মগবাজারের ফ্রিডম রাশু, আরমান, দুলাল, এরা এখনো মুক্ত। মিরপুরের যুবলীগ নেতা জাহিদ সোনা চোরাচালানির মাধ্যমে কোটিপতি হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার আগে সে মিরপুরে মাত্র ১৪ শ' টাকা ভাড়ার একটি বাসায় থাকত। কিন্তু আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর সে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ও সোনা চোরাচালানির মাধ্যমে কোটিপতি হয়।

ঢাকার বাইরে খুলনার দুই আলোচিত সন্ত্রাসী ওয়ার্ড কমিশনার আসাদুজ্জামান লিটু ও তার সহযোগী হিরক এখনো গ্রেপ্তার হয়নি। খুলনার আওয়ামী লীগ সভাপতি মঞ্জুরুল ইমামের শেল্টার ত্যাগ করে এখন তারা এক বিএনপি নেতার শেল্টার নিয়েছে। সেই বিএনপি নেতা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। লিটু হিরক যশোরে সাংবাদিক শামছুর রহমান হত্যা মামলার চার্জশিটভুক্ত আসামি। খুলনা ও যশোরে তাদের রয়েছে চোরাচালানের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক। চোরাচালান হাসান সিন্ডিকেটের হাসানের আত্মসমর্পণের পর লিটু হিরকই সেই সিন্ডিকেটের হাল ধরে।

ছাত্রদলের নামে সন্ত্রাসীরা অবস্থান নিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে। নিজেদের দু'তিন গ্রুপে মাঝে মধ্যে গুলি বিনিময় করছে। তারা শবেবরাত পালন করেছে গুলি বৃষ্টি উৎসব করে। একইভাবে টার্মিনালগুলোও এখন বিএনপি সন্ত্রাসীদের দখলে

টোকাই সাগর : আমার একটা লাইসেন্স করা পিস্তল আছে।

২০০০ : বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী তো আপনাকে আবার গ্রেপ্তারের কথা বলেছেন।

টোকাই সাগর : মানে, আপনারা মনে হয় ভুল শুনেছেন। তিনি বলেছেন আবার যদি কোনো মামলা হয় তাহলে তাকে অ্যারেস্ট করা হবে।

২০০০ : আপনার সাঙ্গপাঙ্গদেরও ধরার কথা বলেছেন।

টোকাই সাগর : আমার তো কোনো সাঙ্গ-পাঙ্গ নেই। আমার তো এমন কোনো সাঙ্গ-পাঙ্গ নেই যারা ক্রিমিনালি করে বেড়ায়। সাঙ্গপাঙ্গ বলতে আমার দলের লোকজন। আজকে আমি জিয়ার মাজারে গেছি। আমার সঙ্গে হাজার হাজার লোকজন ছিল।

২০০০ : শুভ্র, জয় এরা তো সমাজের পরিচিত সন্ত্রাসী...

টোকাই সাগর : অনেক সময় পত্রিকায় হাইলাইট করে লেখা হয়। দেখা যায় তারা সেই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিল না।

২০০০ : আপনি কীভাবে জানেন তারা জড়িত ছিল না?

টোকাই সাগর : আমি বলছি অনেক সময় এ রকম হয়। আমার ক্ষেত্রেও হয়েছে।

'মাঝে মাঝে আমিও লিয়াকতদের দাওয়াত দিয়ে খাওয়াতাম। তারাও আমাকে দাওয়াত দিয়ে খাওয়াত'

২০০০ : বলেন তো সন্ত্রাস নির্মূল করা যায় কীভাবে?

টোকাই সাগর : আমরা সন্ত্রাস করবো না, করতেও দেব না। ইনশাল্লাহ নেত্রীর নির্দেশে আমরা সন্ত্রাস নির্মূল করতে পারবো।

২০০০ : শুভ্র, জয়, কালা জাহাঙ্গীর প্রমুখ সন্ত্রাসীদের কী গ্রেপ্তার করা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

টোকাই সাগর : হ্যাঁ, গ্রেপ্তার করা দরকার।

২০০০ : আপনার গত এপ্রিলের গ্রেপ্তারের ঘটনাটা বলেন?

টোকাই সাগর : আমি দুবাই থেকে সিলেট হয়ে ঢাকায় আসছিলাম। ঢাকায় বিমান থেকে নেমে বাসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এসবির লোক আমাকে ধরে। আমার সঙ্গে চারটা লাগেজ ছিলো। হ্যান্ড লাগেজটা ছিল ক্যামেরার ব্যাগ। এটা নিয়ে গেল ইন্সপেক্টর রেজা। এই রেজা ছিনতাই করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। খলিল সাহেবের রুমে যখন আমাকে নিয়ে গেল তখন আমি বললাম এই ব্যাগটা আমার। রেজা বলল এই ব্যাগটা স্যার পছন্দ করেছে। এই ব্যাগে ক্যামেরা, দুটো মোবাইল টেলিফোন সেট ছিল। আরো কিছু ক্যাসেট ছিলো। এগুলো খলিল সাহেব নিয়ে গেছে।

২০০০ : আপনি কী সংসদ নির্বাচন করবেন?

টোকাই সাগর : দল যদি আমাকে যোগ্য মনে করে, নমিনেশন দেয় তাহলে আমার এলাকা সন্দ্বীপ থেকে নির্বাচন করতে চাই।

আমাদের রাজনীতির খুব আলোচিত বক্তব্য সন্ত্রাসীদের কোনো দল নেই। কথাটি গত পাঁচ বছর সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তার কথা সত্য প্রমাণ করার জন্যে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা একে একে ছাত্রদলে যোগ দিয়েছে, দিচ্ছে। বিএনপি সরকার ক্ষমতায় এসেই সন্ত্রাস নির্মূল করছেন বক্তৃতা দিয়ে। বাস্তবে তার কোনো প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ধরতে বললেও টোকাই সাগর বিএনপি অফিসেই অবস্থান নিয়েছেন। ছাত্রদলের নামে সন্ত্রাসীরা অবস্থান নিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে। নিজেদের দু'তিন গ্রুপে মাঝে মধ্যে গুলি বিনিময় করছে। তারা শবেবরাত পালন করেছে গুলি বৃষ্টি উৎসব করে। একইভাবে টার্মিনালগুলোও এখন বিএনপি সন্ত্রাসীদের দখলে। জেলে আটক সন্ত্রাসীদের অনেকেই বিএনপি'র কোনো কোনো নেতার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছেন বলে জানা যায়। পূর্বের পরিচয় যাই হোক না কেন সন্ত্রাসীদের অনেকেই মুক্ত হয়ে এসে যোগ দেবে বিএনপিতে। যেভাবে টোকাই সাগর শেল্টার পেয়েছে ঠিক একইভাবে বিএনপি'র কোনো না কোনো নেতা তাদের শেল্টার দেবে। তাহলে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জেহাদের অবস্থা কী হবে! বিএনপি কী এত দ্রুত অতীত ভুলে গেল!!

বিএনপির কোনো কোনো নেতা বলতে চাইছেন টোকাই সাগরের বিষয়টি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। মজার ব্যাপার হলো ক্ষমতায় এসে একই রকম মানসিকতা হয়েছিল আওয়ামী লীগেরও। তারাও নিজের দলে সন্ত্রাসীদের শেল্টার দিয়ে বিরোধীদলের সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার করতে বলতো। ফলে কাজের কাজ কিছু হয়নি, বৃদ্ধি পেয়েছে সন্ত্রাস।

গত নির্বাচনে প্রমাণ হয়েছে মাসলম্যান দিয়ে আর যাই হোক নির্বাচনে জেতা যাবে না। একথা বিএনপি'র তরুণ নেতৃত্ব বিশ্বাসও করে। কিন্তু সেই বিশ্বাসের প্রতিফলন যদি বাস্তবে দেখা না যায় তাহলে কথা ও কাজের সমন্বয় থাকলো কোথায়? কথা উঠতে পারে বিএনপি সবেমাত্র ক্ষমতায় এসেছে তাদের সময় দিতে হবে। একথা সত্যি। কিন্তু সন্ত্রাসীরা তো সময় দেয়ার জন্যে বসে থাকবে না। এই সময় নেয়ার প্রক্রিয়াতেই তো তারা যোগ দিয়ে দেবে বিএনপিতে। বিএনপি নেতাদের চাপের মুখে কীভাবে ব্যবস্থা নেয়া হবে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে?

সন্ত্রাস নির্মূল হবে কীভাবে– বাংলাদেশের রাজনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্নের উত্তর– সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার করতে হবে। গ্রেপ্তার করবে কে? পুলিশ। খুব ভালো কথা। পুলিশ কেন গ্রেপ্তার করবে? কারণ এটাই পুলিশের কাজ। এগুলো সবই স্বাভাবিক প্রশ্নের স্বাভাবিক উত্তর। অস্বাভাবিক উত্তর বা বিষয় হলো 'বাংলাদেশ থেকে কখনোই সন্ত্রাস নির্মূল হবে না।' কারণ সন্ত্রাস নির্মূল করতে হলে পুলিশ বাহিনীকে পুরোপুরি সৎ হতে হবে। পুরোপুরি সৎ হওয়া তো দূরে থাক

এক নজরে কারাগারে আটক ১৭ সন্ত্রাসীর মামলার বর্তমান অবস্থা

মামুন : মামলা-১১, জামিন-৭, ফাইনাল রিপোর্ট-১
সানাউল্লাহ : মামলা-৪, জামিন-৩, সাজা-১
সবুর : মামলা-২৪, জামিন-৬, সাজা-১
জাহাঙ্গীর : মামলা -৪, জামিন-৩, সাজা-১
সেলিম : মামলা-১৯, জামিন-৩, সাজা-১, খালাস-৪
মেসের : মামলা-৭, খালাস-১
সরো বিপ্লব : মামলা-১৪ জামিন-৫, খালাস-৩
ফারুক : মামলা-৮, জামিন-৪
আহমেদ আলী : মামলা-৭, জামিন-১, খালাস-১
বোম বাবু : মামলা-১৩, জামিন-৩, ফাইনাল রিপোর্ট-৪
বিকাশ : মামলা-১১, জামিন-৬, সাজা-১, ফাইনাল রিপোর্ট-১
সুইডেন আসলাম : মামলা-১৭, জামিন-৪, খালাস-৪, সাজা-২, ফাইনাল রিপোর্ট-১
রতন : মামলা-৪, জামিন-৩
যোশেফ : মামলা-২৪, জামিন-১, খালাস-৭, ফাইনাল রিপোর্ট-১, সাজা-২
কেরামত : মামলা-১০, জামিন-৪, সাজা-২, খালাস-২
বরকত উল্লাহ : মামলা-১৫, সাজা-১
রাজা : মামলা-৫, জামিন হয়নি

১০% সৎ হওয়াও পুলিশের পক্ষে সম্ভব নয়। যে এস আই ৪৫০০ টাকা বেতন পেয়ে মোবাইল ফোন বিল দেয় ৭০০০ টাকা, সে সৎ হবে কীভাবে? সে যে জীবনযাপন করে সেখান থেকে সরে আসা সম্ভব নয়। এই জীবন যাপনের জন্যে সে সন্ত্রাসী এবং চোরাচালানিদের ওপর নির্ভরশীল। এয়ারপোর্টের সোনা চোরাচালানের অংশ পুলিশও পায়। আমরা একটি সন্ত্রাসী চক্রের মধ্যে পড়ে গেছি। এখান থেকে বের হয়ে আসা সত্যি কঠিন। এখন যে সন্ত্রাসীরা গ্রেপ্তার হয় তাতে পুলিশ বা রাজনৈতিক দলের কৃতিত্ব খুবই কম। শুধুমাত্র মিডিয়ার ভূমিকার কারণেই সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয় পুলিশ। এই গ্রেপ্তারটুকুই তারা করে তারপর আর কোনো দায়িত্ব পালন করে না।

আলোচিত সন্ত্রাসী সুইডেন আসলামের বিরুদ্ধে কেস আছ ১৭টি। এরমধ্যে ৪টি মামলায় খালাস এবং ৪টি মামলায় জামিন পেয়েছে। বাকি ৯টি মামলা জামিনের প্রক্রিয়াধীন। সুইডেন আসলাম জামিন পেল কীভাবে? প্রথমত তার বিরুদ্ধে মামলাগুলো সাজানো হয়েছে খুবই দুর্বলভাবে। সে মামলার ম্যারিট বলতে কিছু নেই। প্রতিটি সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে মামলা সাজাতে গিয়ে পুলিশ এই কাজটি করে। দ্বিতীয়ত সুইডেন আসলামের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয়ার মতো কাউকে পাওয়া যায়নি। কোনো সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধেই সাক্ষী পাওয়া যায় না। যেমন পাওয়া যায়নি টোকাই সাগরের বিরুদ্ধে। সরকারি পিপিও তার দায়িত্ব কতটা সততার সঙ্গে পালন করেন সেটা নিয়েও প্রশ্ন আছে।

সাধারণ মানুষ ভয়ে সাক্ষী দিতে যায় না। আর পুলিশ-সন্ত্রাসী তো একাকার। একজন আরেকজনের ওপর নির্ভরশীল । একারণে দেখা যায় পুলিশের অবস্থান হয় প্রায় সব সময়ই সন্ত্রাসীদের পক্ষে।

ছোট একটি ঘটনার কথা বলি। ১৯৯৯ সালে সাপ্তাহিক ২০০০ অফিসে এক সন্ত্রাসী চাঁদা দাবি করে দু'তিনটি টেবিল ভাঙচুর করে। সেই সন্ত্রাসীকে ২০০০-এর সাংবাদিক-কর্মীরা ধরে বেঁধে রেখে ফোন করে রমনা থানায়। রমনা থানা থেকে সাপ্তাহিক ২০০০-এর রিকশার দূরত্ব আট দশ মিনিটের। এক ঘন্টারও অধিক সময় পরে পুলিশ আসে। পুলিশ এসেই বলে মামলা করলে কিন্তু আপনাদের অনেক ঝামেলা হবে। বারবার কোর্টে যেতে হবে। শুরুতেই তিনি বোঝাতে চাইলেন যেন আমরা কেস না করি। বললেন লিখিত অভিযোগ দেন। ২০০০-এর একজন কর্মী যখন অভিযোগ লিখছেন তখন পাশে বসা এএসআই বারবার বলছেন 'লেখেন তার (সন্ত্রাসীর) মাথায় একটু সমস্যা আছে।' অর্থাৎ তিনি আমাদের দিয়েই লিখিয়ে নিতে চাইছেন, অভিযুক্ত আসলে সন্ত্রাসী নয়, পাগল। এই পুলিশ দিয়ে কীভাবে সন্ত্রাস নির্মূল হবে?

তারপরও মানুষ আশাবাদী। জনগণ স্বপ্ন দেখে সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশের। এজন্যেই তারা একবার আওয়ামী লীগকে একবার বিএনপিকে ভোট দেয়। কিন্তু রাজনীতিবিদরা কেউই জনগণের কথা ভাবে না। ক্ষমতায় এসেই তারা সব ভুলে যায়। আমরা বিশ্বাস করি বাংলাদেশের মতো দেশে সন্ত্রাস নির্মূল হয়ত সম্ভব নয়, তবে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। এরজন্যে প্রয়োজন রাজনৈতিক দলগুলোর আন্তরিকতা। প্রয়োজন নিজের দলের সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আগে ব্যবস্থা নেয়া। টোকাই সাগরদের শেল্টার দিয়ে জুয়েলদের ধরা যাবে না, সুইডেন আসলাম বা দিপু চৌধুরীদের আটকে রাখা যাবে না। বিষয়টি বিএনপি নেতৃবৃন্দের মনে রাখতে হবে, বুঝতে হবে। নিজের দলের সন্ত্রাসীদের শেল্টার দিয়ে সন্ত্রাস নির্মূলের কথা বললে, জেহাদের কথা বললে, ক্রুসেডের কথা বললে– মানুষ হাসবে। তারা জবাব দেবে পাঁচ বছর পর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে।
বিএনপি'র এ কথা ভুলে গেলে চলবে না।